৩২। বামনের মতানুসারে কাব্যাঙ্গসমূহের আলোচনা কর।

উত্তর। আচার্য বামন তাঁর কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি গ্রন্থের প্রথম অধিকরণের তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে কাব্যাঙ্গসমূহের আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন—"লোকো বিদ্যা প্রকীর্ণং চ কাব্যাঙ্গানি।" অর্থাৎ লোক, বিদ্যা ও প্রকীর্ণ—এই তিনটি হল কাব্যাঙ্গ। এগুলিকে কাব্যের কারণও বলা যায়।

Scanned with CamScanner

'লোক' মানে স্থাবর ও জঙ্গম সকল পদার্থের ব্যবহার ("লোকবৃত্তং লোকঃ"। "লোকঃ স্থাবরজঙ্গমাত্মা")। লোকবৃত্তের জ্ঞান যে কাব্যরচনার অন্যতম প্রধান উপকরণ, তা অস্বীকার করা যায় না।

বিদ্যা সম্পর্কে আচার্য বামন বলেছেন—"শব্দস্মৃত্যভিধানকোশচ্ছন্দোবিচিতিকলা-কামশাস্ত্র-দণ্ডনীতি-পূর্বা বিদ্যা।" অর্থাৎ শব্দানুশাসন (ব্যাকরণ), শব্দকোষ (অভিধান), ছন্দঃশাস্ত্র, কলাশাস্ত্র, কামশাস্ত্র ও দণ্ডনীতি—এইগুলির জ্ঞান হল বিদ্যা। ব্যুৎপত্তি বা বহুজ্ঞতা অর্জনের জন্য এইসব বিষয়ের সম্যগ্ ও গভীর জ্ঞান অবশ্যই প্রয়োজন। শব্দের তথা পদের ও বাক্যের শুদ্ধত্ব নিরূপণ করে সেগুলির নির্ভুল প্রয়োগের জন্য ব্যাকরণ কবিগণের পক্ষে অবশ্য পাঠ্য; কারণ ব্যাকরণই সর্ববিদ্যার মূল ("শব্দস্মৃতেঃ শব্দশুদ্ধিঃ")। শব্দের যথার্থ অর্থ বুঝে প্রয়োগের জন্য অভিধানের অনুশীলন প্রয়োজন ("অভিধানকোশাৎ পদার্থনিশ্চয়ঃ")। ছন্দের সুস্পষ্ট জ্ঞান ছাড়া উত্তম পদ্যকাব্য রচনা সম্ভব নয়। সংস্কৃত ছন্দে হ্রস্বদীর্ঘ স্বরের জ্ঞান, লঘুগুরু জ্ঞান, মাত্রাগণনা, গণবিভাগ ইত্যাদি সূক্ষ্ম ও জটিল। সুতরাং ছন্দঃশাস্ত্রের অনুশীলনও কবিগণের পক্ষে অপরিহার্য ("ছন্দোবিচিতের্বৃত্তসংশয়চ্ছেদঃ")। বিশাখিলাদি প্রণীত কলাশাস্ত্রের অর্থাৎ নৃত্য-গীত-চিত্রাদি বিদ্যার সম্যক জ্ঞান না থাকলে কবির পক্ষে কাব্যে কলা বিষয়ের যথাযথ বর্ণনা সম্ভব নয় ("কলাশাস্ত্রেভ্যঃ কলাতত্ত্বস্য সংবিৎ")। কাব্যের বিষয় প্রধানতঃ কামোচিত ব্যবহারবহুল হয়ে থাকে ("কামোপচারবহুলং হি বস্তু কাব্যস্য")। এই কারণে কামশাস্ত্রও কবিগণের পক্ষে নিঃসন্দেহে অবশ্যপাঠ্য ("কামশাস্ত্রতঃ কামোপচারস্য")। দণ্ডনীতি অর্থাৎ অর্থশাস্ত্র (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) থেকে সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, সংশ্রয় ও দ্বৈধীভাব—এই ষাড়্গুণ্যের যথাযথ প্রয়োগরূপ নয় এবং তাদের অপপ্রয়োগরূপ অপনয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভও কবিগণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ("দণ্ডনীতের্নয়াপনয়য়োঃ")। কারণ, এই দুটি বিষয়ের জ্ঞান না থাকলে নায়ক ও প্রতিনায়কের যথাযথ চরিত্রচিত্রণ সম্ভব হয় না। ইতিবৃত্ত অর্থাৎ ইতিহাসাদি কথাবস্তু হল কাব্যের বিষয়বস্তু। তার বৈচিত্র্য সম্পাদনের জন্যও দণ্ডনীতির জ্ঞান আবশ্যক ("ইতিবৃত্তকুটিলত্বং চ ততঃ")।

'প্রকীর্ণ' সম্বন্ধে আচার্য বামন বলেছেন—"লক্ষ্যজ্ঞত্বমভিযোগো বৃদ্ধসেবাবেক্ষণং প্রতিভানবধানং চ প্রকীর্ণম্।" অর্থাৎ, লক্ষ্যজ্ঞত্ব, অভিযোগ, বৃদ্ধসেবা, অবেক্ষণ, প্রতিভা এবং অবধান—এই ছয়টি প্রকীর্ণের অন্তর্ভুক্ত। অন্য কবিদের কাব্যরাজির বারংবার অনুশীলন দ্বারা কাব্য সম্পর্কে জ্ঞানার্জনই লক্ষ্যজ্ঞত্ব ("তত্র কাব্যপরিচয়ো লক্ষ্যজ্ঞত্বম্")। 'অভিযোগ' হল কাব্য রচনার উদ্যম ("কাব্যবন্ধোদ্যমোঽভিযোগঃ")। কাব্যতত্ত্বে অভিজ্ঞ গুরুর শুশ্রূষা অর্থাৎ সেবা তথা উপদেশ শ্রবণই 'বৃদ্ধসেবা' ("কাব্যোপদেশগুরুশুশ্রূষণং বৃদ্ধসেবা")। কাব্য রচনায় উপযুক্ত পদের স্থাপন (প্রয়োগ) ও অনুপযুক্ত পদের অপসারণকে বলে অবেক্ষণ ("পদাধানোদ্ধরণমবেক্ষণম্")। কবির মন যতক্ষণ পর্যন্ত সন্দেহ-দোলায় দোদুল্যমান থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত পদরাজির গ্রহণ-বর্জন চলতে থাকে। পদপ্রয়োগে স্থিরতা সম্পাদিত হলেই কবিগণ কাব্যরচনায় সিদ্ধিলাভ করেন। আচার্য বামনের মতে প্রতিভাই কবিত্বের বীজ ("কবিত্ববীজং প্রতিভানম্")। তাঁর মতে প্রতিভা হল পূর্বজন্মের বাসনাসঞ্জাত এক সংস্কার বা শক্তিবিশেষ যা না থাকলে কাব্যরচনা সম্ভব হয় না, বা রচনা করলেও তা হাস্যাস্পদ হয়

Scanned with CamScanner

("জন্মান্তরাগতসংস্কারবিশেষঃ কশ্চিৎ। যস্মাৎ বিনা কাব্যং ন নিষ্পদ্যতে। নিষ্পন্নং বা হাস্যায়তনং স্যাৎ")।

উপরে আলোচিত বিষয়গুলিকে অন্যান্য আলংকারিকগণের দ্বারা কথিত প্রতিভা, ব্যুৎপত্তি ও অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। অবশ্য আচার্য বামন এগুলি ছাড়াও প্রকীর্ণের মধ্যে অবধান অর্থাৎ মনোযোগের গুরুত্বের কথা বলেছেন। বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ থেকে নিবৃত্ত হয়ে কোন একটি বিষয়ে বা ভাবে চিত্তকে একাগ্রভাবে নিবিষ্ট করাই অবধান ("চিত্তৈকাগ্র্যমবধানম্")। কেবল সমাহিত চিত্তই বর্ণনীয় পদার্থরাজি যথাযথ দেখতে পায়। অবধানের জন্য আবার প্রয়োজন নির্জন নিভৃত স্থান এবং ব্রাহ্ম মুহূর্ত বা রাত্রির চতুর্থ প্রহর। এরূপ পরিবেশেই কবিচিত্ত লৌকিক বিষয় থেকে নিবৃত্ত হয়ে প্রসন্নতা লাভ করে। ফলে কবি কাব্যরচনায় সফল হন। আচার্য বামনের কাব্যাঙ্গ সম্পর্কিত এই আলোচনা অত্যন্ত যথাযথ ও হৃদয়গ্রাহী।

Scanned with CamScanner